তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মহাপ্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রথমে উপদেশদান, পরে মহাপ্রভুর কৃপাপূর্বক সার্বভৌমের নিকট ষড়্‌-ভুজমূর্তিতে প্রকাশ ও সার্বভৌমের স্তব এবং মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ পুরাণ-পুরুষোত্তমরূপে অবধারণ, প্রভুর শ্রীপরমানন্দপুরীর সহিত মিলন, ভক্তবৃন্দের সমাগম, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবলরাম আলিঙ্গন-চেষ্টা, প্রভুর শ্রীপরমানন্দপুরী-কূপে ভোগবতী গঙ্গা-আনয়ন, প্রভুর গৌড়দেশে বিজয়পূর্বক বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে অবস্থান, কুলিয়া-গমন ও তথায় অপরাধিগণের অপরাধ-ভঞ্জন, দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যার প্রণালী-বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভুর ভাগবত-পাঠের প্রণালী ও ভাগবত-মহিমা-কীর্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নীলাচলে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট আত্মগোপন করিয়া দীনতাচ্ছলে স্বীয় কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে সার্বভৌম প্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভুকে জীব ও সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া নানা উপদেশ প্রদান ও বৈষ্ণবধর্মে মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জীব ও ঈশ্বরে ঐক্যবাদ আচার্য শঙ্করের অন্তরের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে, তাহাও শ্রীশঙ্করবাক্য হইতে প্রমাণিত করিলেন। মহাপ্রভু দৈন্যচ্ছলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রদর্শনই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের তাৎপর্য, তাহা জানাইলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুকে আশ্রমে শ্রেষ্ঠমাত্র মনে করিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌম-সন্নিধানে শ্রীমদ্ভাগবতের 'আত্মারাম' শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, সার্বভৌম তাহার ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু সেই অর্থ স্পর্শ না করিয়া বহুপ্রকার অভিনব অর্থ করিয়া সার্বভৌমের বিস্ময়োৎপাদনপূর্বক সার্বভৌমের নিকট নিজ ষড়্‌ভুজমূর্তি প্রকট করিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমের গাত্রে শ্রীহস্তপ্রদান করিলে সার্বভৌমের চৈতন্য লাভ হইল এবং মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক সার্বভৌম-বক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন করিলে প্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সার্বভৌম ইতঃপূর্বে মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতার জন্য অনুশোচনা করিয়া প্রভুর চরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা এবং শত শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বলিলেন যে, যাহারা এই সার্বভৌম-শতক পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মহাপ্রভুতে ভক্তি হইবে এবং তৎসঙ্গে আরও বলিলেন যে, প্রভুর প্রকটকালে প্রভু-কর্তৃক ষড়্‌ভুজমূর্তি প্রকাশের কথা যেন কোনও প্রকারে সাধারণ্যে প্রকাশিত না হয়। সার্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া প্রভু নীলাচলবাসীকে নাম-রস-বিতরণের দ্বারা কৃত-কৃতার্থ করিলেন। কিছুকাল-মধ্যে শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীল স্বরূপদামোদর, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রভুসমীপে আসিয়া সমাগত হইলেন এবং প্রভুর সহিত কীর্তন-বিলাস আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যরসোন্মত্ত অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কখনও শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে উদ্যত হইতেন। একদিন স্বর্ণসিংহাসনে উঠিয়া শ্রীবলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলরামের গলার মালা নিজ গলদেশে ধারণ করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রতীরে বাস করিয়া সারারাত্রি সমুদ্রতটে কীর্তন-বিলাস ও প্রেমোন্মাদ প্রকট করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রভুর অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মাদ হইত। একদিন মহাপ্রভু শ্রীল পুরী গোস্বামীর মঠে

আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কূপের জল অব্যবহার্য। প্রভুর বরে তৎপর দিবসই কূপে ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হইলেন এবং কূপ সুনির্মল জলে পরিপূর্ণ হইল। মহাপ্রভু কূপের জল দর্শন করিতে আসিয়া ভক্তগণকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন যে, এই কূপের জলে স্নানকারী ব্যক্তির গঙ্গাস্নানের ফল বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। মহাপ্রভু এতৎ সঙ্গে শ্রীল পুরীগোস্বামীর অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে বিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে অন্যত্র থাকায় প্রভুর দর্শন পান নাই। নীলাচলে কিছুকাল বাসের পর মহাপ্রভু গৌড়দেশে বিজয়পূর্বক বিদ্যানগরে সার্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির ভবনে নিভৃতে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিলেও প্রভুর আগমন-বার্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং বাচস্পতির স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। লোকমুখে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু সকলকে দর্শন প্রদান করিলেন। প্রভু সকলকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিলেন ও কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিলেন। লোকসঙ্ঘট্ট এড়াইবার জন্য মহাপ্রভু বাচস্পতিকে না বলিয়াই গোপনে কুলিয়া গমন করিলেন। এদিকে বাচস্পতি প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইলেন, অপরদিকে লোকসঙ্ঘ বাচস্পতিই মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বাচস্পতির প্রতি নানা অনুযোগ দিতে লাগিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ পাইয়া বাচস্পতি তাহা লোক-সঙ্ঘকে জানাইলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া কুলিয়া যাত্রা করিলেন। বাচস্পতির প্রতি লোকের অযথা দোষ স্খালনের জন্য বাচস্পতির অনুরোধে মহাপ্রভু লোক-সঙ্ঘকে দর্শনদান এবং ব্রহ্মাদির দুর্লভ ও যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-বাঞ্ছিত সংকীর্তনরসে সকলকে কৃতার্থ করিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন যে, যে মুখে বিষপান করা যায়, সেই মুখেই অমৃতপান যেরূপ বিষের প্রতিষেধক, তদ্রূপ বৈষ্ণব গুণ-কীর্তনই বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে পণ্ডিত দেবানন্দের শ্রদ্ধার উদয় ও মহাপ্রভুর কৃপালাভ হইল। মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা কীর্তন করিলেন। অপরাধ স্খালনের পর দেবানন্দ পণ্ডিতের দৈন্যোদ্রেক হইলে পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাপ্রণালীর উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু ভাগবতের প্রতিপাদ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তি, ভাগবতের নিত্যত্ব, ভাগবতের অসমোর্ধত্ব বিষয়ই ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে প্রচার করিতে বলিলেন। ভাগবতকে যাহারা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সমন্বয় করে বা ভাগবতের প্রতিপাদ্য শুদ্ধভক্তিকে অন্যান্য মত, পথ বা মনোধর্মের সহিত সমান করিবার প্রয়াস করে, তাহারা ভাগবতের কোন মর্মই জানে না। গ্রন্থভাগবতকে ভক্তভাগবতের সহিত অভিন্ন জানিয়া কীর্তন-মুখে তাঁহার নিত্য-সেবাই মঙ্গলজনক। শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ মূর্ত ভাগবতরস। অধোক্ষজ ভাগবত অক্ষজ ধারণার অন্তর্গত নহে। (গৌঃ ভাঃ)

জয়-কীর্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।।১।।

পাঠকাকর্ষণ—

জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসী-চূড়ামণি দীনবন্ধু।।২।।

শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে।।৩।।

অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা, শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্বথা।।৪।।

অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয়, দুষ্ট-গণ বিনে।।৫।।

শুনে শেষখণ্ড কথা চৈতন্যরহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য।।৬।।

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সংগোপন করি' আছে কুতূহলে।।৭।।

যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে।।৮।।

নিভৃতে সার্বভৌমের সহিত প্রভুর দৈন্যময় আলাপচ্ছলে সার্বভৌমকে কৃপা—

দৈবে এক দিন সার্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে।।৯।।
প্রভু বলে—"শুন সার্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহি যে আমি আপন-হৃদয়।।১০।।
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি।।১১।।
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা?
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্বথা।।১২।।
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি।।১৩।।
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয়।।১৪।।
কি বিধি করিব মুঞি, থাকিব কিরূপে?
যে মতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে।।১৫।।
সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
"আমি সে তোমার হই জান সর্বথায়।।"১৬।।

এই মতে অনেক-প্রকারে মায়া করি।
সার্বভৌম-প্রতি কহিলেন গৌরহরি।।১৭।।

প্রভুর মায়ায় বিমোহিত সার্বভৌমের প্রভুর প্রতি উপদেশ—

না জানিয়া সার্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম।
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম।।১৮।।
সার্বভৌম বলেন—"কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি।।১৯।।
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব সে কহিলে কভু নয়।।২০।।
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে।।২১।।
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে।।২২।।

সার্বভৌম-কর্তৃক বৈষ্ণবের সন্ন্যাস গ্রহণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন—

বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে।।২৩।।
দণ্ড ধরি' মহা-জ্ঞান হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড়-হস্ত নাহি করে।।২৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরকথা অমৃতেরও অমৃত। জন্মমরণাদি কালক্ষোভ্য ব্যাপারে আবদ্ধ না থাকায় সেই নিত্যকথা ব্রহ্মাশিবাদিরও সেব্য ও প্রার্থনীয়।।৪।।

তথ্য। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। মুণ্ডক ২।২।৫; ভাঃ ১০।৩১।৯।।৪।।

শ্রীচৈতন্যকথা ভাগ্যহীন দুষ্ট জনগণ ব্যতীত অন্য সকলেরই সন্তোষ বিধান করে; যেহেতু শ্রীচৈতন্য-কথার দ্বারা জীবের কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমার প্রাপ্তি ঘটে।।৫।।

তথ্য। (ভাঃ।১০।৬০।৪৪); (ভাঃ ৩।১৩।৫০); (ভাঃ ১০।১।৪) দ্রষ্টব্য।।৫।।

পাঠান্তর 'বন্ধ ছিড়িবা' বা 'বন্ধু আছহ'।।১২।।

তথ্য। ভাঃ ৫।১৮।১২।।১৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌমের চতুর্বর্গাভিলাষ প্রভৃতিকে কপটতা জানিয়া তাঁহাকেও কপটভাবে বলিলেন যে, তাঁহার উপদেশের জন্যই তিনি নীলাচলে আসিয়াছেন এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিবার পূর্ণশক্তি ধারণ করেন।।১২-১৩।।

পাঠান্তর—'তোমারি সে আমি ইহা জানিহ নিশ্চয়'।।১৬।।

যার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে, তবু নহে ভীত।।২৫।।
অহঙ্কার ধর্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে।।২৬।।

বৈষ্ণবধর্ম কি?—

তথাহি ভাঃ ১১।২৯।১৬—

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি।।"২৭।।

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।।২৮।।
এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি।।২৯।।

মায়াবাদ-সন্ন্যাসে দাম্ভিকতা মাত্র লাভ—

শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা-মহা-ভাগ।।৩০।।
প্রথমে শুনিয়া এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়।।৩১।।

জীবের স্বভাবধর্মই নিত্য-কৃষ্ণদাস্য,
তদ্ব্যতীত অপর ধর্ম
অপরাধবহুল—

জীবের স্বভাব-ধর্ম ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে 'নারায়ণ'।।৩২।।
গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা।।৩৩।।

সার্বভৌম বলিলেন,—"কৃষ্ণচৈতন্য, তোমাতে কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে। তুমি পরম বুদ্ধিমান্—এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তুমি কি জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসগ্রহণে তোমার কি অধিকার আছে?—যেহেতু তোমার বয়স অল্প; মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা প্রবীণ হইয়া সংসারভোগান্তে তদ্রূপ বিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, সন্ন্যাসীকে সকলেই চতুর্থাশ্রমী বলিয়া সম্মান করে। তুমি যখন তৃণাদপি সুনীচভাবময় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার মর্যাদা-পথে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের সম্মানভাজন হইবার প্রয়োজন কি? শিখা-সূত্র-ত্যাগ অতি দাম্ভিকতার পরিচয়। প্রতিষ্ঠাশার উন্নতসোপানে আরোহণাভিলাষমাত্র। বৈষ্ণব-ধর্মযাজী ব্যক্তি কুকুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দভ সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, কাহারও প্রণাম লইবেন না। বিশেষতঃ মায়াবাদী-সন্ন্যাসিগণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী জনগণ যাঁহার দাস, তাঁহার সহিত আপনাদিগকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা পিতার কুপুত্র ও নির্বোধ।।"২২।।

নমস্করে—নমস্কার করে।।২৫।।

যেমত—যেরূপ, যে-প্রকার।।২৬।।

অন্বয়। ভগবান্ এব জীবকলয়া (জীবরূপয়া কলয়া নিজাংশেন) তত্র (তস্মিন্ সর্বেষু দেহেস্বিত্যর্থঃ) প্রবিষ্টঃ প্রবেশং কৃতবান্ ইতি (এবং বুদ্ধ্যা) আশ্বচাণ্ডাল গোখরঃ (শ্বচাণ্ডাল-গোখরান্ যাবৎ সর্বান্ জীবান্) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ (দণ্ডবদ ভূমৌ পতিতঃ সন্ নমস্কুর্যাদিত্যর্থঃ)।।২৭।।

অনুবাদ। ভগবান্ স্বয়ংই জীবরূপ অংশদ্বারা সকল দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত যাবতীয় জীবকে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে।।২৭।।

তথ্য। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্ । ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।। (ভাঃ ৩।২৯।৩৪), উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান।। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২৫)।।২৮।।

'করি' পাঠান্তরে 'ধরি'।।২৮।।

ধর্মধ্বজী—ছল-ধর্মী, ভণ্ড।।২৯।।

তথ্য। স্বধর্মমারাধনমচ্যুতস্য যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্।। (ভাঃ ৫।১০।২৩) মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম। উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততেভীঃ।। (ভাঃ ১১।২।৩৩)।।৩২।।

তথ্য। ভাঃ ৩।৩১।১২-২১ শ্লোক-দ্রষ্টব্য।।৩৩।।

যার দাস্য লাগি' শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা।।৩৪।।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে।।৩৫।।
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে।।৩৬।।

কৃষ্ণই জগৎ-পিতা—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সু-পুত্র হয়।।৩৭।।

সন্ন্যাসী ও যোগী কে?—

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ ৯।১৭

"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।।"৩৮।।
"গীতা-শাস্ত্রে অর্জুনের সন্ন্যাস-করণ।
শুন এই যাহা কহিয়াছে নারায়ণ।।"৩৯।।

তথাহি গীতা ৬।১

"অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।"৪০।।
"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী' 'সন্ন্যাসী' লক্ষণ।।৪১।।
বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে।।"৪২।।

প্রকৃত ধর্ম, কর্ম, বিদ্যা, সদাচার কি?—

তথাহি (ভাঃ ৪।২৯।৪৯-৫০)

"তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।।৪৩।।
"তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম, সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার।।৪৪।।
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যে করয়ে স্থির মন।।৪৫।।

কৃষ্ণই সর্বমূল সর্ব-প্রাণ—

সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব ব্যর্থ তা'র।।৪৬।।

শঙ্করাচার্যের হৃদগত উদ্দেশ্য কৃষ্ণদাস্য, অপর উক্তি অসুরমোহনপরা—

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁ'র অভিপ্রায় দাস্য, তাঁ'রি মুখে কহে।।"৪৭।।

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্যবাক্যম্—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।।"৪৮।।
"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্বময়-পরিপূর্ণ আছে সর্বঠাঞি।।৪৯।।

ঈশ্বর হইতে জীব, জীব হইতে ঈশ্বর নহেন—

তবু তোমা' হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি।।৫০।।
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন-কালে।।৫১।।

কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ, কৃষ্ণ-বিমুখ জীব দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জনীয়—

অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা।।৫২।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৫৮।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৩৪।।

তথ্য। সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী ত্রিভুবনমখিলং হন্ত যস্যেদৃশং তৎ সর্বেষাং সৃষ্টিরক্ষালয়মপি কুরুতে ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ। অজ্ঞঃ সাপেক্ষদর্শী ত্বমসি স ভগবান্ সর্বলোকৈকসাক্ষী নানা ত্বং বৈ স একো জড়মলিনতরস্ত্বং হি নৈবংবিধঃ সঃ।। (মায়াবাদ-শতদূষণী, ৭ম শ্লোক)। লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিঃ সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতিবিবুধৈর্যস্য পাদম্বু গঙ্গা। সৃষ্টেঃ পূর্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ সোঽহং বাক্যং বদসি বত রে জীব রঙ্ক্যো ন রাজা।। (মায়াবাদশতদূষণী, ৬৭ শ্লোক)।।৩৪-৩৫।।

তথ্য। বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ।।(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১); (ভাঃ ১।১।১); (ভাঃ ১১।৫।২-৩); সোঽহং মা বদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং তেন স্যাৎ তব সদগতির্ধ্রু বমধঃপাতো ভবেদন্যথা। নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং

যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেই জন।।৫৩।।

শঙ্করের হৃদগত উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করিয়া সন্ন্যাসীর বেষ-গ্রহণ দুঃখসেতু-মাত্র—

এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায়?৫৪।।

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ।।৫৫।।

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়।।৫৬।।

অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি?৫৭।।

মহৎ প্রাপ্যতে স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে।। (মায়াবাদশতদূষণী ৬৯ শ্লোক); যস্যৈব চৈতন্যলবেন জীব জাতোঽসি চৈতন্যবতো বরেণ্যঃ। মা ব্রূহি সোঽহং শঠ কঃ কৃতঘ্নাদন্যঃ পদং পাঙ্ক্তি হন্ত ভর্তুঃ? ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নায়াতি বক্তুং শঠ। লব্ধা কশ্চন দুর্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং ভূপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ ।। (মায়াবাদ-শতদূষণী ৭৩-৭৪ শ্লোক)।।৩৪-৩৭।।

অন্বয়। অহম্ অস্য (পরিদৃশ্যমানস্য) জগতঃ (সৃষ্টিপ্রপঞ্চস্য) পিতা মাতা ধাতা (ধারণকর্তা পোষণকর্তা চ) পিতামহঃ (চ ভবামীতি শেষঃ)।।৩৮।।

অনুবাদ। হে অর্জুন! আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পালক এবং পিতামহ-স্বরূপ।।৩৮।।

অন্বয়। যঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অনাকাঙ্ক্ষমাণঃ সন্) কার্যং (ভগবৎ প্রীত্যর্থং যৎ কর্তব্যঃ তৎ) কর্ম করোতি সঃ (এব) সন্ন্যাসী চ (যথার্থ্যেন সন্ন্যাস-ধর্মযুক্তঃ) যোগী চ (যাথার্থ্যেন যোগ-ধর্ম-যুক্তশ্চ ভবতি পরন্তু) নিরগ্নিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদিনিয়তকর্মত্যাগী পুমান্ সন্ন্যাসী ন ভবতি) অক্রিয় ন চ (শারীরকর্মত্যাগী চ যোগী ন ভবতি)।।৪০।।

অনুবাদ। যিনি কর্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবৎ-প্রীতির জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্তব্য কর্মের আচরণ করেন, তিনিই বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বস্তুতঃ যোগী। অন্যথা যিনি অগ্নিহোত্রাদি বৈধকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন এবং যিনি শারীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন।।৪০।।

যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্গের প্রার্থী না হইয়া অহৈতুকী ভক্তি যাজন করেন, তিনিই 'যোগী' বা 'সন্ন্যাসী'।।৪১।।

বিষ্ণুক্রিয়া----হরিভজন।।৪২।।

বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া যে সন্ন্যাস, তাহা পরান্নভোজন মাত্র; উহা নিষ্ফল। ভগবৎপ্রীতিই----কর্মের সাফল্য, "নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"।।৪২।।

অন্বয়। হরিতোষং (হরিং তোষয়তীতি হরিতোষং তদ্ধেতুক) যৎ তদেব কর্ম (করণীয়ং তস্যৈব কর্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ), যয়া তন্মতিঃ (তস্মিন্ হরৌ মতির্ভবতি) সা এবং বিদ্যা (হরিভক্তিপ্রদায়িনীতি ভাবঃ); কুতঃ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রীহরেঃ পরমসেব্যত্বং দর্শয়ন্নাহ হরিঃ (অখিলানামাত্মনামাত্মেতি) দেহভৃতাম্ (দেহধারিণাম্ প্রাণিনাম) আত্মা (অন্তর্যামী পরমাত্মেতি) স্বয়ং (এব) প্রকৃতিঃ (সর্বেষাম্ কারণম্) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) চ।।৪৩।।

অনুবাদ। যাহাদ্বারা শ্রীহরির সন্তোষবিধান হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্তব্য কর্ম এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরিবিষয়িণী মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। কেননা শ্রীহরি দেহধারী জীবগণের অন্তর্যামী পরমাত্মা; একমাত্র তিনিই সকলের কারণ ও নিয়ন্তা।।৪৩।।

'মন্ত্র' পাঠান্তরে 'অন্ত' বা 'মন্ত'।।৪৫।।

শঙ্করাচার্য সর্বতোভাবে কৃষ্ণভজনই যে জীবের নিত্য ধর্ম----এইরূপ কথা বলেন নাই, তথাপি তিনি আপনাকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিচার করিয়াছেন; তরঙ্গ সমুদ্র নহে, ইহাই তাঁহার মত। মর জগতের ভেদ বা মায়াবদ্ধতা স্তব্ধ হইলেই মুক্তি হয় না---অন্যথারূপের পরিহারই স্বরূপে অবস্থান বা মোক্ষ। সুতরাং কোন কোন স্থলে শঙ্করের মতেও ভক্তিবিরোধ দেখা যায় না। শঙ্করের অনুগত জনগণ তাঁহার নিজ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের বেষ লইয়াই আপনাকে মুক্ত অভিমান করেন।

যদি কৃষ্ণভক্তি যোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর।।৫৮।।
যদি বল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ।।৫৯।।

সার্বভৌমের আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে—'মহাপ্রভুর অল্পবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ অনুচিত'-বিচার—

তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার? ৬০।।
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে।।৬১।।
যৌবন-প্রবেশমাত্র সকলে তোমার।
কেমতে বা হইব সন্ন্যাসে অধিকার।।৬২।।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করায় সন্ন্যাসের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন—

পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে।।৬৩।।
যোগীন্দ্রাদি-সবের যে দুর্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ।।''৬৪।।

শুনি' ভক্তিযোগ সার্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।৬৫।।

আত্মদৈন্যচ্ছলে সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্য-কথন; কৃষ্ণানুসন্ধান-শিক্ষা প্রচারার্থই প্রভুর সন্ন্যাস লীলা; তাহা বস্তুতঃ সন্ন্যাস নহে, বিপ্রলম্ভ-দিব্যোন্মাদ—

প্রভু বলে—"শুন সার্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।।৬৬।।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া।।৬৭।।
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড়' মোর প্রতি।
কৃপা কর', যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।।''৬৮।।

প্রভুর মায়ায় বঞ্চিত ব্যক্তি প্রভুকে জানিতে অসমর্থ—

প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে' হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কেমতে।।৬৯।।
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।।
তবে কা'র্ শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে।।৭০।।
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয়।।৭১।।

সন্ন্যাসের একমাত্র তাৎপর্য তাহাই। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের শিখাসূত্রের ত্যাগও ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ড-গ্রহণপূর্বক শিখাসূত্র ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ড-গ্রহণপূর্বক ত্যাগ অপেক্ষা ত্রিদণ্ডিভক্তের বিচার গ্রহণ করিলে কৃষ্ণভক্তি উজ্জ্বল হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌমের এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।।৪৭।।

অন্বয়। হে নাথ! ভেদাপগমে সতি অপি (জীবব্রহ্মণোরভেদেঽপি) অহং (জীবঃ) তব (ত্বদীয়ো ভবামি, ত্বত্তো মে পৃথক্সত্তা নাস্তীত্যর্থঃ পরন্তু) ত্বং (ব্রহ্মস্বরূপো ভাবান্) মামকীয়ঃ ন (মদধীনো ন ভবসি, কিন্তু পৃথক্সত্তাবিশিষ্টো ভবসীত্যর্থঃ; এতদেব দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি) তরঙ্গঃ হি সামুদ্রঃ (সমুদ্রসত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো ভবতি, পরন্তু) সমুদ্রঃ ক্বচন (কদাচিদপি) তারঙ্গঃ ন (তরঙ্গ সত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো ন ভবতি)।।৪৮।।

অনুবাদ। হে নাথ! যদিও জীব এবং ব্রহ্মে (বস্তুগত) অভেদ বর্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট, পরন্তু আপনি কখনও আমার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্যে (বস্তুগত) অভেদ থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সত্তায় সত্তাশালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তায় সত্তাশালী নহে।।৪৮।।

তথ্য। অবতারাবতারিত্বাদীশোঽপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ। ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোঽপি ভবতি দ্বিধা।। যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরিজীবাঃ। ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব? (মায়াবাদশতদূষণী, ৪৮।১০ শ্লোক)।।৪৮।।

রক্ষিতা—রক্ষণকর্তা।।৫০।।

'বাক্য' পাঠান্তরে 'শ্লোক'।।৫৫।।

'আর' পাঠান্তরে 'তার'।।৫৮।।

গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া—বিষয়ভোগ-করণান্তর।।৬১।।

সর্বকাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে।।৭২।।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে।।৭৩।।
এই তান স্বভাব যে—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল।।৭৪।।

প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্বভৌম—

হাসে প্রভু সার্বভৌম চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া।।৭৫।।
সার্বভৌম বলেন—'আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি।।৭৬।।
তুমি যে আমারে স্তব কর' যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়।।"৭৭।।
প্রভু বলে—"ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্বভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া।।"৭৮।।
হেন মতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।।৭৯।।

প্রভুর সার্বভৌম-সন্নিধানে ভাগবত-শ্রবণের অভিলাষ-লীলা—

প্রভু বলে,—"মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত।।৮০।।
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা-বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর।।"৮১।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন----আমাকে মায়াবাদিসন্ন্যাসিজ্ঞানে গৃহীতবেষ জানিবেন না। কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হইয়াই আমি ব্রাহ্মণের শিখা-সূত্র সম্বল ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনি আমাকে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' মনে করিবেন না। সর্বদাই অনুগ্রহ করিবেন----যাহাতে কৃষ্ণে সেবা-বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমার কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়।।"৬৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর মায়াধীশ হইয়াও মায়াবশ সার্বভৌমকে ছলনা করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে লাগিলেন।।৬৮।।

তিঁহো----তিনি।।৭০।।

তথ্য। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।। (কঠ ১।২।২৩); (ভাঃ ১০।৬৩।২৭; ভাঃ ১০।৩৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৭২।।

শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ ও তাঁহাদের বিভিন্নাংশগণ পাঁচ প্রকার রতির কোন এক প্রকারের সহিত ভজন করেন। যে যেরূপ সেবা করেন, তাঁহার সেরূপ সেবাই তিনি স্বীকার করেন, আর রসহীন মায়াবাদী অথবা ভোগিকর্মী প্রভৃতি তাঁহাকে বুঝিতে না পারায় তাঁহাদিগকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় বিপথে ভ্রমণ করাইয়া থাকেন।।৭৩।।

তথ্য। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (গীতা ৪।১১) ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো, ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা, সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ। (ভাঃ ১০।৩৮।২২)।।৭৩-৭৪।।

তথ্য। ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ।। (ভাঃ ৮।২০।২৮); হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া, দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ।। (ভাঃ ২।১।৩১)।।৭৫।।

সার্বভৌম বলিলেন,----"আমি বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত হইলেও তুমি আশ্রমে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তুমি আমার পূজ্য; শাস্ত্রমতে আমি তোমার সেবক। সুতরাং তোমার দৈন্য-বিনয় দ্বারা আমি অপরাধী হইতেছি।।"৭৬।।

মায়া----ছলনা।।৭৮।।

শ্রীগৌরহরি বলিলেন,----"ঐ সকল কথা-দ্বারা আপনার আশ্রিত আমাকে বঞ্চনা করিবেন না।" মহাপ্রভু ভৃত্য সার্বভৌমের সহিত এই প্রকার ক্রীড়া করিয়া তাঁহাকে নিজ স্বরূপ জানিতে দিলেন না, পরন্তু তাঁহার নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন।।৭৮।।

শুনিবাঙ----শুনিব।।৮০।।

সার্বভৌমের উক্তি—

সার্বভৌম বলে,—"তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্বথায়।।৮২।।
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি।।৮৩।।
তথাপিহ অন্যোহন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক—সুজনের স্বভাব ব্যাভার।।৮৪।।
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে।
আছে? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে।।"৮৫।।

'আত্মারাম' শ্লোক সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—

তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট-আখরিয়া।।৮৬।।

তথাহি (ভাঃ ১।৭।১০)—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।"৮৭।।

সরস্বতীপতির সন্নিধানে সার্বভৌমের ব্যাখ্যা—

সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্বভৌম বাখানিতে।।৮৮।।
সার্বভৌম বলেন—"শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণ-পদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব।।৮৯।।
সর্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যা'র নাহিক বন্ধন।।৯০।।
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ-ভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহা-শক্তি।।৯১।।
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত সবে গায়।
ইথে অনাদর যা'র, সেই নাশ যায়।।"৯২।।
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্বভৌম আবিষ্ট হইয়া।।৯৩।।

সার্বভৌমের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ—

ত্রয়োদশ-প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন "আর শক্তি নাহিক" বলিয়া।।৯৪।।
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
"যত বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয়।।৯৫।।

প্রভুর উক্ত শ্লোকের অসংখ্য প্রকার গূঢ় ব্যাখ্যা—

এবে শুন আমি কিছু করিয়া ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ।।"৯৬।।

'মনোরথ' পাঠান্তরে 'নিবেদন'।।৮০।।

'শুনিবাঙ ভাগবত' পাঠান্তরে 'ভাগবতের শ্রবণ'।।৮০।।

অন্যোহন্যে—পরস্পর।।৮৪।।

তথ্য। মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। (গীতা ১০।৯) পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টি র্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।। (ভাঃ ১১।৩।৩০।।৪৮।।

অন্বয়। আত্মারামাঃ (আনন্দময়ে আত্মনি রমণশীলাঃ) মুনয় চ নির্গ্রন্তাঃ (নির্গতা গ্রন্থিভ্য ইতি নির্গ্রন্থাঃ, বিধিনিষেধশাস্ত্রানধীনাঃ) অপি উরুক্রমে (ভগবতি) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষশূন্যাং) ভক্তিং কুর্বন্তি (আচরন্তি, যতঃ) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (ইত্থম্ভূতা আত্মারামানামপি চিত্তাকর্ষকরূপা গুণাঃ যস্য তাদৃশো ভবতি)।।৮৭।।

অনুবাদ। যাঁহারা নিরন্তর আনন্দময়স্বরূপ আত্মায় রমণশীল, তাদৃশ মুনিগণ বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীন না হইলেও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণসমূহ স্বভাবতঃই এরূপ যে, তাহারা তাদৃশ পুরুষগণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ।।৮৭।।

তথ্য। "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ" ইতি বাজসনেয় সংহিতা শ্রীবাগ্‌দেবী গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৪০ দ্রষ্টব্য। সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মপত্নীচ বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী।। নাঃ পঞ্চরাত্র (২।৩।৬৪)।।৮৮।।

"আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের প্রকৃতার্থ এই যে, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণই সকলের মূলতত্ত্ব। যে সকল ব্যক্তি সকল সময়ে সর্বতোভাবে মায়িক বন্ধন হইতে ভিতরে বাহিরে মুক্ত, তাঁহাদেরই কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা। কৃষ্ণগুণ মহাশক্তিসম্পন্ন। যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণেতর বস্তুর ভোগ কামনা করেন, তাঁহারা বদ্ধজীব ও কৃষ্ণভজনে বিমুখ।।৮৯।।

তখনে বিস্মিত সার্বভৌম মহাশয়।
''আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়!''৯৭।।
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে।।৯৮।।

সার্বভৌমের বিস্ময়—

ব্যাখ্যা শুনি' সার্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে ''এই কিবা ঈশ্বর বিদিত।।''৯৯।।

সার্বভৌমের নিকট প্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্তি প্রকাশ ও প্রভুর সন্ন্যাসের গূঢ়-উদ্দেশ্য-কথন-লীলা—

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্ম-ভাবে হইলা ষড়্-ভুজ-অবতার।।১০০।।
প্রভু বলে,—''সার্বভৌম, কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার?১০১।।
'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়?
তোর লাগি' এথা আমি হইলুঁ উদয়।।১০২।।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলি জীবন।
অতএব তোরে আমি দিলুঁ দরশন।।১০৩।।
সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর।।১০৪।।
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ।।১০৫।।
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব।।''১০৬।।

সার্বভৌমের আনন্দ-মূর্ছা—

অপূর্ব ষড়্‌ভুজ-মূর্তি—কোটি সূর্যময়।
দেখি' মূর্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়।।১০৭।।
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন।
আনন্দে ষড়্‌ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।১০৮।।

সার্বভৌম-গাত্রে প্রভুর শ্রীহস্তপ্রদান ও সার্বভৌমের চৈতন্যলাভ—

বড় সুখী প্রভু সার্বভৌমেরে অন্তরে।
''উঠ'' বলি' শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে।।১০৯।।
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন।।১১০।।

মহাপ্রভুর সার্বভৌম-বক্ষে পাদপদ্মস্থাপন—

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর।।১১১।।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র; সুতরাং কৃষ্ণকথিত শ্লোকের ব্যাখ্যা তিনি ব্যতীত অপরে জানে না। সার্বভৌমবর্ণিত ১৩ প্রকার অর্থ ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অন্য বহু প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সকল ব্যাখ্যার সন্ধান কৃষ্ণেতর কোন ব্যক্তি অনন্তকালেও পায় না।।৯৮।।

মোহার----আমার।।১০৪।।

সার্বভৌম বলিয়াছিলেন যে, বয়সের অল্পতা-নিবন্ধন গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তাঁহার প্রতিবাদসূত্রে গৌরসুন্দর নিজ ষড়্ ভুজমূর্তি প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন যে, তাঁহারই অধিকার আছে। তুমি বহু বহু জন্ম কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আমার দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলে বলিয়াই আমি নীলাচলে তোমার জন্য আসিয়াছি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমারই অন্তর্গত। তুমি জন্মে জন্মে আমার প্রীতির অনুসন্ধানকারী।।১০০-১০৫।।

১০৯ সংখ্যার পর অতিরিক্ত পাঠ ঃ----

''শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শ্রীহলমূষল।
রত্নমণি পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল।।
শ্রীবৎসকৌস্তুভহার বক্ষে শোভা করে।
বাম-কক্ষে শিঙ্গাবেত্র মুরলী জঠরে।''।।১০৯।।

ভগবানের মহালোকময় ষড়্‌ভুজমূর্তি দর্শন করিয়া সার্বভৌম মূর্ছিত হইলেন। সার্বভৌমের হৃদ্দেশে ষড়্‌ভুজমূর্তিধৃক্ শ্রীগৌরহরি স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন।।১০৭-১১১।।

ভট্টাচার্যের প্রেমানন্দে প্রভুপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ, আনন্দক্রন্দন ও স্তুতি—

পাই' শ্রীচরণ সার্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময়।।১১২।।
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি' প্রেমানন্দে।
"আজি সে পাইনু চিত্ত—চোর" বলি কান্দে।।১১৩।।
আর্তনাদে সার্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব পাদপদ্ম রমা-ধন।।১১৪।।

প্রভুর কৃপোদ্ভাসি সার্বভৌমের বিজ্ঞপ্তি ও স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতা প্রকাশের জন্য অনুশোচনা—

"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু, কর' দৃষ্টিপাত।।১১৫।।
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম।।১১৬।।
হেন কে বা আছে প্রভু, তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায়।।১১৭।।
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্ শক্তি।
এবে দেহ' তোমার চরণে প্রেম-ভক্তি।।১১৮।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী-গর্ভজাত।।১১৯।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব-প্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম-ত্রাণ।।১২০।।
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ন্যাসিবর।।"১২১।।

সার্বভৌমের গৌরস্তব—

পরম সুবুদ্ধি সার্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি।।১২২।।

তথাহি—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ।।"১২৩।।
কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পূনর্বার নিজভক্তি-প্রকাশ-কারণে।।১২৪।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার।।১২৫।।

তথাহি—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ—
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।"১২৬।।

তথ্য। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। (কেন উঃ ১।৫); মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।(ভাঃ ১।১।১); ভাঃ ১।৩।৩৭; ৬।৩।১৪-১৫; ভাঃ ৭।৫।১৩, ১০।১৪।২১; ৯।৪।৫৬; ১১।৭।১৭ এবং ১১।২৯।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১১৭-১১৮।।

অন্বয়। যঃ (শ্রীভগবান্) কালাৎ (কালপ্রভাবাৎ) নষ্টং (লোকগোচরতাং প্রাপ্তং) নিজং (স্বকীয়ং) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্তুং (পুনর্লোকগোচরতাং প্রাপয়িতুং) কৃষ্ণচৈতন্যনামা (কৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম যস্য তাদৃশঃ সন্) আবির্ভূতঃ (জগতি প্রকাশং গতঃ) চিত্তভৃঙ্গঃ (মম চিত্তরূপো ভ্রমরঃ) তস্য (ভগবতঃ) পাদারবিন্দে (শ্রীপদকমলে) গাঢ়ং গাঢ়ং (অতিশয়েন) লীয়তাং (নিবিষ্টো ভবতু)।।১২৩।।

অনুবাদ। যে ভগবান্ কালপ্রভাবে তিরোহিত স্বকীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।।১২৩।।

তথ্য। "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।" (ভাঃ ১১।১৪।৩)

কৃষ্ণবিমুখ জগতে ভাগ্যের অনুপাতানুসারে ভক্তি উদ্দীপ্ত থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তর্কাদি প্রবল হইলে ভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি মিশ্রভাবাপন্ন হয় এবং কখনও কখনও ক্ষেত্রবিশেষে বিলুপ্ত হয়। সেই শুদ্ধভক্তির প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইহ জগতে অবতরণ।।১২৪-১২৫।।

''বৈরাগ্য সহিত নিজ-ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে।।১২৭।।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান।।১২৮।।
হেন কৃপা-সিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম।
স্ফুরক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম।।''১২৯।।
এই মত সার্বভৌম শত শ্লোক করি'।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি'।।১৩০।।
''পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি-পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার।।১৩১।।
বন্দী করিয়াছে মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা, ধনে, কুলে,—তোমা' জানিমু কেমনে।।১৩২।।
এবে এই কৃপা কর, সর্বজীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত।।১৩৩।।
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু, তোমার বিহার।
তুমি না জানা'লে জানিবারে শক্তি কার্।।১৩৪।।
আপনেই দারু-ব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে।।১৩৫।।
আপন প্রসাদ কর', আপনে ভোজন।
আপনে আপনা' দেখি করহ ক্রন্দন।।১৩৬।।
আপনে আপনা দেখি' হও মহা-মত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু, তোমার মহত্ত্ব।।১৩৭।।
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপা-পাত্র।।১৩৮।।
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে' অজ-ভব-দেবগণে।।''১৩৯।।
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্বাদ।
স্তুতি করে সার্বভৌম পাইয়া প্রসাদ।।১৪০।।

স্তব শ্রবণে ষড়্ভুজ গৌর-নারায়ণের সার্বভৌমের প্রতি উপদেশ উক্তি—

শুনিয়া ষড় ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি' সার্বভৌম প্রতি বলিলা বচন।।১৪১।।

অন্বয়। একঃ (অদ্বিতীয়স্বরূপঃ) পুরাণঃ (সর্বাদিভূতঃ) কৃপাম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) যঃ পুরুষঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতর-বস্তু-বিরক্তিপরেশানুভূতি-নিজনামরূপ-গুণলীলা-সেবনযোগোপদেশার্থং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেনাবির্ভূতঃ) অহং তং প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি)।।১২৬।।

অনুবাদ। অদ্বিতীয় সর্বাদিস্বরূপ পরম দয়ালু যে পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।।১২৬।।

ফল্গুবৈরাগ্যের অপকর্ষ ও যুক্তবৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা, ভোগপরবিদ্যার নিরর্থকতা, ত্যাগপরবিদ্যার অকর্মণ্যতা ও সেবাপরাবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিবার জন্য নিত্য পুরুষোত্তম বস্তু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই প্রকারে সার্বভৌম ''কালান্নষ্টং'' শ্লোকদ্বয় প্রমুখ শতশ্লোকে রচনা করিলেন।।১২৭।।

'গুণনাম' পাঠান্তরে 'গুণধাম'।।১২৯।।

ভোগজন্য জাগতিক বিদ্যা, নশ্বর ধনসমূহ ও সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি বিবিধ বন্ধের কারণ; উহাতেই মানবগণ আবদ্ধ থাকে এবং নিত্য সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীগৌরকৃষ্ণের দর্শনে বঞ্চিত হইয়া মিছাভক্ত সম্প্রদায় বা ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় ভগবৎসেবার কোন উপলব্ধি পায় না, তজ্জন্যই ''জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিঃ'' শ্লোকের বিচার মতে ভগবন্নামগ্রহণের পরিবর্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিদ্রোহিতা আচরণ করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত হওয়ায় তাহাদের এই দুর্গতি অনিবার্য।।১৩২।।

অর্চা-বিগ্রহরূপে নীলাচলে সেই পরতত্ত্ববস্তু ভোজনছলনায় আশ্রিত জনগণকে প্রসাদ দিবার জন্য বসিয়া আছেন।।১৩৫।।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে জানিতে পারেন। ইতর জনগণ ইঁহাদের সন্ধান পান না, যেহেতু উহারা কিছু হরিগুরুবৈষ্ণব নহেন। দেবগণ পর্যন্ত ভগবৎস্বরূপনির্ণয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়েন।।১৩৮।।

কাকুর্বাদ—কাতর প্রার্থনা, দৈন্যোক্তি।।১৪০।।

"শুন সার্বভৌম, তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ।।১৪২।।
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন।।১৪৩।।
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা।।১৪৪।।
যতেক কহিলা তুমি–সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা।।১৪৫।।

সার্বভৌম-শতক—

শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন।।১৪৬।।
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্বভৌমশতক' যে হেন কীর্তি রয়।।১৪৭।।

প্রভুর প্রকট-লীলায় ষড়্‌ভুজ মূর্তির কথা জগতে প্রকাশ করিতে নিষেধ—

যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর।।১৪৮।।
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবৎ নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে।।১৪৯।।

নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি আচরণের উপদেশ—

আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দ চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদ-দ্বন্দ্ব।।১৫০।।
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে জানাই সেই সে জানে তানে।।"১৫১।।

নিজ ঐশ্বর্যসম্বরণ—

এই সব তত্ত্ব সার্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্যও সম্বরিয়া।।১৫২।।

পরানন্দময় সার্বভৌম—

চিনি নিজ প্রভু সার্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈল পরানন্দময়।।১৫৩।।

শ্রীচৈতন্যগুণলীলা-শ্রবণের ফল—

যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম।।১৫৪।।
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণ-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্বথা।।১৫৫।।

প্রভুর অহর্নিশ কীর্তন-বিহার ও শ্রীনামরসপানলীলা—

হেন মতে করি সার্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্তন-বিহার।।১৫৬।।
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেম-রসে।।১৫৭।।
নীলাচল-বাসী যত অপূর্ব দেখিয়া।
সর্ব লোক 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া।।১৫৮।।

"সচল জগন্নাথ"—

এই ত সচল জগন্নাথ' লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে।।১৫৯।।
যে পথে যায়েন চলি' শ্রীগৌর-সুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর।।১৬০।।

প্রভুর পদধূলিলুণ্ঠন—

যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল।।১৬১।।

সুকৃতিশালীর গৌরপদধূলি-প্রাপ্তি—

ধূলি লুটি পায় মাত্র যে সুকৃতিজন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন।।১৬২।।

'যে হেন কীর্তি রয়' পাঠান্তরে 'বলি লোকে যেন কয়'।।১৪৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,----আমি যে কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকট আছি, ততকাল পর্যন্ত তুমি এই সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া জানিবার জন্য সার্বভৌমকে উপদেশ দিলেন।।১৪৯-১৫০।।

তানে----তাঁহাকে।।১৫১।।

শ্রীগৌর-বিগ্রহ-সৌন্দর্য-মাধুরী—

কিবা সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব চিত্ত হরে' অবিরাম।।১৬৩।।
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে।।১৬৪।।
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্তসিংহ জিনি গতি মন্থর সুন্দর।।১৬৫।।

পথে বিচরণকালেও প্রভুর বাহ্যদশালোপ—

পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্য-গোসাঞি।।১৬৬।।

তীর্থপর্যটনান্তে পরমানন্দপুরীর আগমন—

কথো দিন বিলম্বে পরমানন্দ পুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্যটন করি।।১৬৭।।

লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন—

দূরে প্রভু—দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১৬৮।।

আনন্দ-নৃত্য-স্তব-প্রেমোদ্গাম—

প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা-প্রেম-রসে।।১৬৯।।
বাহু তুলি' বলিতে লাগিলা "হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী।।১৭০।।
আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ম ধর্ম।।"১৭১।।

গুরুর প্রকাশ-মূর্তি সজাতীয়াশয় বৈষ্ণবের
দর্শন-লাভই সন্ন্যাসের
সফলতা—

প্রভু বলে—"আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ।।"১৭২।।
এত বলি' প্রিয়ভক্ত লই' প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান পদ্মনেত্রজলে।।১৭৩।।

পরস্পর নতি-প্রণতি—

পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া।।১৭৪।।
কতক্ষণে অন্যোঽন্যে করে পরণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রেম-ধাম।।১৭৫।।

প্রভুর পার্ষদরূপে পুরীর অবস্থান—

পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া।।১৭৬।।

'আমার বচনে' পাঠান্তরে 'কেহো নাহি জানে'।।১৫২।।

দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ----অচল, শ্রীগৌরসুন্দর----জঙ্গম জগন্নাথ। ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সকলেই মর-জগতের ভোগসমূহ বিস্মৃত হয়।।১৫৯।।

'লুট' পাঠান্তরে 'গুটি' বা 'লুটি'।।১৬২।।

অনুপাম----আর্য, 'অনুপম', তুলনা রহিত।।১৬৩।।

'কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য অনুপাম', পাঠান্তরে 'কি শোভা শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্যানুপাম'।।১৬৩।।

তথ্য। হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনাকৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটীসূত্রোজ্জলকরঃ।। (শ্রীপাদরূপগোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৫)।।১৬৪।।

তথ্য। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। ভারত----দানধর্ম ১৪৯ অঃ।।১৬৫।।

তথ্য। (ভাঃ ১০।৮৪।৯।১০), (ভাঃ ১০।৮৪।২১); অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ। জিহ্বা-ফল ত্বাদৃশ-কীর্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।। (হরিভক্তিসুধোদয় ১৩ অঃ ২ শ্লোক)। তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্বেন্দ্রিয় ফল,----এই শাস্ত্রের নিরূপণ।। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৬০)।।১৭১।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অন্তরঙ্গশিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরীকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল।।১৭২।।

নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি।।১৭৭।।
মাধব-পুরীর প্রিয়-শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমান্দপুরী—প্রেম-রসময়।।১৭৮।।

কিছুকাল মধ্যে দামোদর-স্বরূপের আগমন—

দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে যাহার বিহার প্রভু-সনে।।১৭৯।।

সঙ্গীত-সম্রাট্ দামোদর—

দামোদর স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়।।১৮০।।

স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুরী প্রভুর অন্ত্যলীলার সহচর—

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী।।১৮১।।

ভক্তবৃন্দের প্রভুর পাদপদ্মে সমাগম—

এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হইলা সবার মিলন।।১৮২।।
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।।১৮৩।।
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ—দুই মহাধীর।।১৮৪।।
দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত।।১৮৫।।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ।।১৮৬।।
'কীর্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে'।
জানিয়া রহিলা আসি' প্রভুর সমীপে।।১৮৭।।
ভগবান্ আচার্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যা'রে নাহি পরশে বিষয়।।১৮৮।।
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া মিলিলা।।১৮৯।।

প্রভুর সঙ্গে ভক্তবৃন্দের কীর্তন-বিলাস—

প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ নাশ।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্তনবিলাস।।১৯০।।
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্তন করেন সর্ব ভক্তের সংহতি।।১৯১।।

শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দের জগন্নাথ-আলিঙ্গনের চেষ্টা—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির।।১৯২।।
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে।।১৯৩।।

সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণপূর্বক বলরাম-আলিঙ্গন—

একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে।।১৯৪।।
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ-সাতে।।১৯৫।।

বলরামের গলার মালা গ্রহণ-পূর্বক নিজ গলদেশে ধারণ—

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই' পরিলেন গলে আপনার।।১৯৬।।

সিঞ্চিলেন----অভিষিক্ত করিলেন।।১৭৩।।

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—যিনি পরবর্তিকালে দামোদরস্বরূপ বলিয়া অভিহিত এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরী —উভয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভে অধিকারী। শ্রীপরমানন্দপুরী ও শ্রীস্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর দিবারাত্রি অবস্থান ও শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধাগোবিন্দের গানরূপ সঙ্গদানই তাঁহাদিগকে "অধিকারী" করিয়াছিল।।১৮১।।

শ্রীভগবান্ আচার্য কোন দিনই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে বিষয় কথা শ্রবণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদিই তাঁহার শ্রবণীয় বিষয় ছিল।।১৮৮।।

উদ্দাম----স্বেচ্ছাময়।।১৯২।।

মালা পরি' চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে।।১৯৭।।
"এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে।।১৯৮।।
মত্তহস্তী ধরি' মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে।।১৯৯।।
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই গিয়া কোথা বা পড়িলুঁ।।২০০।।
এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয়।।২০১।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ স্বভাব-বাল্য-ভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে।।২০২।।
তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-কুলেতে আসি করিলা বসতি।।২০৩।।
সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর।।২০৪।।
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন।।২০৫।।
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরেকৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে।।২০৬।।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর।।২০৭।।
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি' দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি।।২০৮।।
গঙ্গা-যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয়।।২০৯।।
হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই' সর্ব অনুচর।।২১০।।
সর্ব-রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম-বিরলে।
কীর্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে।।২১১।।
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে।।২১২।।
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জন।
স্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ।।২১৩।।
যত ভক্তি-বিকার—সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি' প্রভুর শরীরে।।২১৪।।
যত ভক্তি-বিকার—সবেই মূর্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর-কলা—মহাজ্ঞানবন্ত।।২১৫।।
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি' সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে।।২১৬।।
অতএব তিলার্ধ বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোন ক্ষণে।।২১৭।।
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহ আর অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু।।২১৮।।

পড়িহারিগণে (পড়িহারী, সংস্কৃত প্রতিহারীর অপভ্রংশ) দ্বাররক্ষকগণ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপরাধিগণের দণ্ডবিধাতৃগণ।।১৯৩।।

অবধূত----সন্ন্যাসী।।১৯৮।।

চন্দ্রবতী----জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিতা।।২০৫।।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় গঙ্গাদেবী ভাগ্যবতী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীলাকালে যমুনাদেবী সেই সৌভাগ্য লাভ করেন। রত্নাকর স্বীয় তটে শ্রীগৌরসুন্দরের বাসকালে দেবীদ্বয়ের সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন।।২০৯।।

তাণ্ডব----নৃত্য, উদ্দণ্ডনৃত্য।।২১২।।

তথ্য। তন্মূর্ধরত্ননিকরস্পরশাতিতাম্র-পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত।।(ভাঃ ১০।১৬।২৬)।।২১২।।

সেবাবৈচিত্র্য মূর্তিমান্ হইয়া সাক্ষাৎ চৈতন্যময় প্রাকট্যে ভগবানের সেবাবিকাশের পরিচয় দিতে লাগিল। বিকার শব্দের যে অনুপাদেয়তা বা হেয়তা প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবদ্ভক্তির বিচারে ঐ ভক্তিবিকার অনাদরণীয় নহে। অভক্তি-বিকার-বাদ বা বিবর্তবাদ, বেদান্তবিচারে গর্হণীয়। ভক্তিবিকার পরম চমৎকার ও প্রপঞ্চাতীত।।২১৫।।

ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভাব্য নয়।
সর্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়।।২১৯।।
যে প্রেমপ্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই।।২২০।।
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাঁহা বই আর দিতে নাহি কভু সীমা।।২২১।
সবে যারে শুভ-দৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে, তাঁর তত্ত্ব জানে।।২২২।।
অতএব সর্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন।।২২৩।।
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশ-গণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে' মনে।।২২৪।।
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেম-যোগ-রঙ্গে।।২২৫।।
সে সব ভক্তের পায়ে মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যাঁ'র কীর্তন-বিহার।।২২৬।।
হেন মতে সিন্ধু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর।।২২৭।।
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি।।২২৮।।
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।।২২৯।।
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' প্রভু হন প্রেম-রসে মহামত্ত।।২৩০।।
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়।।২৩১।।
একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম-নিকটে।।২৩২।।
পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন দুই মিত।।২৩৩।।
কৃষ্ণ-কথা পরস্পর রহস্য প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে।।২৩৪।।
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল।।২৩৫।।
পুরী গোসাঞীরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি।।"২৩৬।।

ভগবানে সর্ববিধ বিরুদ্ধশক্তি নিত্য অবস্থিত; সুতরাং কোন শক্তিরই তাঁহাতে অসম্ভাবনা নাই; সকল বেদশাস্ত্রই পরতত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন।।২১৯।।

তথ্য। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।। (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।(শ্বেঃ উঃ ১।৩)। শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।। (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫)।।২১৯।।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমপ্রাকট্য ব্যতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন তাৎপর্য নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই প্রেমপ্রকাশতাৎপর্যপর।।২২০।।

ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে জীব সর্বপ্রকারে ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হন।।২২৩।।

তথ্য। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা ১৮।৬৬); (ভাঃ ২।৭।৪১)।।২২৩।।

কতি----কিয়ৎ পরিমাণে, কদাপি।।২২৮।।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নিরন্তর মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সকল রাত্রি সিন্ধুতটে নৃত্যগীতাদির দ্বারা গৌরসুন্দরের চিত্তবিনোদন করিতেন। কোন সময়েই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে অন্যত্র অবস্থান করিতেন না। ভোজনকালে, শয়নকালে, ভ্রমণকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতপ্রভুই ভগবানের সর্বক্ষণ সেবা করিতেন। গদাধর পণ্ডিতই সর্বক্ষণ ভাগবত-শ্লোকসমূহ মহাপ্রভুর নিকট কীর্তন করিতেন। গদাধর পণ্ডিত-প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণবগণের গৃহে গৌরসুন্দর উপস্থিত হইতেন।।২২৮-২৩১।।

পুরী বলে,—"সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দমের রূপ।।"২৩৭।।

পুরী গোস্বামীর কৃষ্ণসেবার কূপে কর্দমাক্ত জলের কথা শ্রবণে মহাপ্রভুর খেদ ও জলের মলিনতার কারণ ব্যাখ্যা—

শুনি' প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ কৃপণ হইলা।।২৩৮।।
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে।।২৩৯।।
অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল—যেন কেহ নাহি খায়।।২৪০।।

প্রভুর বরপ্রদান—"কূপে ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হউন"—

এত বলি' মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা।।২৪১।।
"জগন্নাথ মহাপ্রভু, মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।।২৪২।।
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে।।"২৪৩।।
সর্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি।।২৪৪।।
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা।।২৪৫।।

গঙ্গার প্রভুর আজ্ঞা-পালন—

সেইক্ষণে গঙ্গা—দেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই' প্রবেশিলা কূপের ভিতরে।।২৪৬।।

প্রভাতেই কূপ নির্মল-জলে পরিপূর্ণ—

প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম-নির্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ।।২৪৭।।

পুরীগোস্বামী ও ভক্তগণের আনন্দ—

আশ্চর্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন।।২৪৮।।

সকলের কূপ প্রদক্ষিণ—

গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে।।২৪৯।।

মহাপ্রভুর আগমন—

মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে।
জল দেখি' পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে।।২৫০।।

প্রভু-কর্তৃক পুরীগোস্বামীর কূপের মাহাত্ম্য-প্রচার, কূপজলে স্নান-ফলে গঙ্গা-স্নানের-ফল, কৃষ্ণভক্তি-লাভ—

প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।।২৫১।।
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান ফল।
কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল।।"২৫২।।

প্রভুর বাক্যে ভক্তগণের হরিধ্বনি—

সর্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি।।২৫৩।।
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতূহলে।।২৫৪।।
প্রভু বলে,—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে।।২৫৫।।
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বথা।।২৫৬।।
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র।।"২৫৭।।
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে।
কৃপা ধন্য করি' প্রভু চলিলা বাসারে।।২৫৮।।

পুরী গোস্বাঞির কূপ----শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমের রাস্তার কিয়দ্দূরে অবস্থিত কূপটী। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কূপটী নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উহার নিকটেই পুলিশ-ষ্টেশন।।২৩৫।।

বিজয়----আগমন।।২৪৯।।

সকৃৎ----একবার।।২৫৭।।

প্রভুর পুরীগোসাঞি-মাহাত্ম্য-বর্ণন—
কৃতঘ্ন কে?—

ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়া'তে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোন মতে।।২৫৯।।

ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য—

ভক্তরক্ষা লাগি' প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার।।২৬০।।

প্রাকৃত-নীতি-বিগর্হিত কার্য করিয়াও ভক্ত-প্রীতি-নীতির শ্রেষ্ঠতা-প্রচারক ভগবান্—

অকর্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে।
তা'র সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে।।২৬১।।
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্ত-বৃন্দে।।২৬২।।

সপার্ষদ প্রভুর সমুদ্রতীরে কীর্তন-বিহার সমুদ্রের সৌভাগ্য-জনক—

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্তনে বিহরে।।২৬৩।।
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ-সাগরে।।২৬৪।।
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ হইতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে।।২৬৫।।

সিন্ধুস্নানে নীলাচলবাসীর শুভোদয়—

নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয়।।২৬৬।।

গঙ্গাদেবীর সিন্ধুসহ মিলন—

অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া।।২৬৭।।
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি' ধন্য।।২৬৮।।

প্রভুর নীলাদ্রিগমনকালে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধাভিযানোপলক্ষে অন্যত্র অবস্থানহেতু নীলাচলে অনুপস্থিতি—

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে।।২৬৯।।
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে।।২৭০।।

প্রভুর নীলাচলে কিছুকাল বাসের পর পুনঃ গৌড়দেশে বিজয়—

ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে।।২৭১।।

গঙ্গার প্রতি কৃপা করিবার জন্য গৌড়দেশে আগমন—

গঙ্গা-প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া।।২৭২।।

সার্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আগমন—

সার্বভৌমভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি নাম।
শান্ত-দান্ত-ধর্মশীল মহাভাগ্যবান্।।২৭৩।।
সর্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর ঘর।।২৭৪।।

তথ্য। (ভাঃ ৩।৪।১৭); (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)।।২৫৯।।

তথ্য। (ভাঃ ১০।১৪।২০); (ভাঃ ৩।২।১৫-১৬)।।২৬০।।

অকর্তব্য----যাহা প্রাকৃত জগতে অকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।।২৬১।। এই পয়ারের পাঠান্তরে----

ভক্তবাৎসল্য প্রভুর কে পারে কহিতে।
অকর্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে।।

তথ্য। (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯); (ভাঃ ১০।৯।১৯)।।২৬২।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিন্ধুতটে নীলাচলে ভাবীকালে আসিবেন বলিয়াই রত্নাকরের তনয়ারূপে লক্ষ্মীদেবীর জন্ম।।২৬৫।।

যেকালে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে ছিলেন না। তিনি দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।।২৭০।।

বাচস্পতির প্রভু-অভ্যর্থনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া।।২৭৫।।
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে।।২৭৬।।
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার বচন।।২৭৭।।
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কথো দিন গঙ্গাস্নান করিমু এথাতে।।২৭৮।।

প্রভুর কিছুদিন গঙ্গা-স্নানান্তে মথুরা গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বাচস্পতির নিকট হইতে নির্জন স্থান যাচ্ঞা-লীলা—

নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কথো দিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান।।২৭৯।।
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা।।"২৮০।।

বাচস্পতির আনন্দ প্রকাশ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যা-বাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি।।২৮১।।
বিপ্র বলে,—"ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার।।২৮২।।
মোর ঘর দ্বার যত–সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিব আর।।"২৮৩।।
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা।।২৮৪।।

সূর্যোদয় গোপন করা অসম্ভব, বাচস্পতির গৃহে প্রভুর আগমন-বার্তা-বিস্তার—

সূর্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্বলোক শুনিলেক প্রভুর বিজয়।।২৮৫।।
নবদ্বীপ-আদি সর্বদিকে হৈল ধ্বনি।
"বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসি-চূড়ামণি।।"২৮৬।।
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস।।২৮৭।।

লোকবৃন্দের অপার আনন্দ ও প্রভুকে দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা—

আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'।
স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহ সকল পাসরি।।২৮৮।।
অন্যোঽন্যে সর্ব লোকে করে কোলাহল।
"চল দেখি গিয়া তান চরণ-যুগল।।২৮৯।।
এত বলি' সর্বলোক পরম-উল্লাসে।
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে।।২৯০।।

গৌরাঙ্গদর্শনে বাচস্পতি-গৃহাভিমুখে লোকসঙ্ঘের যাত্রা ও তাহাদের উৎকণ্ঠার নিদর্শন—

অনন্ত অর্বুদ লোক বলি' 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।২৯১।।
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে।।২৯২।।
শুন শুন আরে ভাই, চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা প্রভু সর্ব-জীবত্রাণ।।২৯৩।।
বন ডাল কন্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায়।।২৯৪।।
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল।।২৯৫।।
সবদিকে লোক সব 'হরি' বলি' যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।।২৯৬।।
কেহ বলে,—"মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিমু— যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন।।"২৯৭।।

বিদ্যাবাচস্পতি----বিদ্যানগরবাসী পণ্ডিত বিশারদের পুত্র ও শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা। ইঁহারই গৃহে বিদ্যানগরে মহাপ্রভু কয়েক দিবস বাস করিয়াছিলেন।।২৭৩।।

গেহ-গৃহ।।২৮৮।।

লোকের গহনে----লোকের ভীড়ে।।২৯২।।

কেহ বলে,—"মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিমু বা কেনে।।"২৯৮।।
কেহ বলে,—"মুঞি তান না জানোঁ মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তা'র নাহি সীমা।।২৯৯।।
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিমু— কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে।।"৩০০।।
কেহ বলে,—"মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোরে এই বর যেন না খেলায় আর।"৩০১।।
কেহ বলে,—"এই মোর বর কায়মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে।।"৩০২।।
কেহ বলে,–"ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ গৌরাঙ্গসুন্দর।।"৩০৩।।
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্বজন।
চলিয়া যায়েন সবে, পরানন্দ মন।।৩০৪।।

খেয়াঘাটে বিপুল লোকসঙ্ঘ—

ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে।
খোয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।।৩০৫।।
সহস্র সহস্র লোক এক-না'য়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে।।৩০৬।।
নানাদিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই' যায় সবে আনন্দিত হৈয়া।।৩০৭।।
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে।।৩০৮।।
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি' করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি' খেলা।।৩০৯।।

চতুর্দিকে ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরিধ্বনি—

চতুর্দিকে সর্বদলোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি।।৩১০।।

বাচস্পতির নৌকা সংগ্রহ—

সত্বরে আসিলা বাচস্পতি-মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়।।৩১১।।

নৌকার অপেক্ষা না করিয়াই বহু লোকের নদী-উত্তরণ—

নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে।।৩১২।।
হেন আকর্ষেণ মন শ্রীচৈতন্যদেবে।
এহো কি ঈশ্বর-বিনে অন্যেরি সম্ভবে? ৩১৩।।

সকলের বাচস্পতির সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বিজ্ঞপ্তি—

হেন মতে গঙ্গা পার হই' সর্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ।।৩১৪।।
"পরম সুকৃতি তুমি মহাভাগ্যবান্।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্।।৩১৫।।
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা- সবাকারে।।৩১৬।।
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব।।৩১৭।।
এখনে দেখাও তান চরণ যুগল।
তবে আমি পাপী সব হইব সফল।।"৩১৮।।

লোকের আর্তিদর্শনে বাচস্পতির আনন্দ-ক্রন্দন—

দেখিয়া লোকের আর্তি বিদ্যা-বাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি।।৩১৯।।

লোকসঙ্ঘসহ বাচস্পতির নিজভবনে প্রবেশ—

সবা লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে।।৩২০।।

সর্বত্র কেবল হরিবোল-রব—

হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে।।৩২১।।

হরিধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহিরে আগমন—

করুণা-সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর।।৩২২।।
হরিধ্বনি শুনি' প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে।।৩২৩।।

সমুচ্চয়—সংগ্রহ।।৩১১।।

শ্রীগৌররূপমাধুর্য—

কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য মনোহর।
সে রূপের উপমা—সেই সে কলেবর।।৩২৪।।
সর্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন।।৩২৫।।
ভক্তগণে লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন।।৩২৬।।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি' সিংহনাদ করেন গর্জিয়া।।৩২৭।।

সকলের হরিনামে নৃত্য, দণ্ডবৎ, স্তব—

দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দিকে সর্বলোকে।
'হরি' বলি' নৃত্য সবে করেন কৌতুকে।।৩২৮।।
দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে।।৩২৯।।
দুই বাহু তুলি' সর্বলোক স্তুতি করে।
"উদ্ধারহ প্রভু, আমা' সব পাপিষ্ঠেরে।।"৩৩০।।

প্রভুর "কৃষ্ণে মতিরস্তু" এই আশীর্বাদ ও কৃষ্ণভজনে আদেশ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্বলোক প্রতি।
আশীর্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি।।৩৩১।।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ।।"৩৩২।।

আশীর্বাদ-শ্রবণে লোকবৃন্দের স্তুতিবাদ—

সর্বলোক 'হরি' বলে শুনি' আশীর্বাদ।
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্বাদ।।৩৩৩।।
"জগৎ-উদ্ধার লাগি' তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে।।৩৩৪।।
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা' খাইয়া।।৩৩৫।।
করুণাসাগর তুমি পরহিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা' না পাসরি।।"৩৩৬।।
এই মতে সর্বদিকে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে।।৩৩৭।।

লোকে লোকারণ্য ও লোকের আর্তি—

মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান।।৩৩৮।।
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক এক-বৃক্ষে চড়ে।।৩৩৯।।
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে।।৩৪০।।
দেখি মাত্র সর্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি' সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।।৩৪১।।
নানাদিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায়।।৩৪২।।

লোকসঙ্ঘ এড়াইবার জন্য প্রভুর বাচস্পতির অগোচরেই গোপনে কুলিয়ায় গমন—

নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর।।৩৪৩।।
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া।।৩৪৪।।
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
তথা সর্বলোক হইল পরম কাতর।।৩৪৫।।

প্রভুর অদর্শনে বাচস্পতির ক্রন্দন—

চতুর্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেল প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে।।৩৪৬।।
বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা উর্দ্ধ-বদন করিয়া।।৩৪৭।।

প্রভুর বাহিরে আগমনের অপেক্ষায় ও অনুমানে লোকসঙ্ঘের হরিধ্বনি—

'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে।।৩৪৮।।
বাহির হয়েন প্রভু হরি নাম শুনি।
অতএব সবে বোলে মহা-হরি-ধ্বনি।।৩৪৯।।
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালাদি সর্বলোক পূরে।।৩৫০।।

প্রভুর গোপনে স্থানত্যাগের বার্তা লোকসঙ্ঘকে বাচস্পতির বিজ্ঞাপন—

কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি' কহিলা সবারে।।৩৫১।।
'কত রাত্রি কোন্ দিকে হেন নাহি জানি।
আমা-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসি-মণি।।৩৫২।।
সত্য কহি ভাই সব, তোমা-সবা-স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে।।''৩৫৩।।

বাচস্পতির বাক্যে লোকের প্রত্যয়াভাব—

যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো না জন্ময়ে অন্তরে।।৩৫৪।।
'লোকের গহন দেখি' আছেন বিরলে।'
এই জ্ঞানে সবাই আছেন কুতূহলে।।৩৫৫।।

কাহারও কাহারও বিরলে বাচস্পতিকে প্রভু-প্রদর্শনার্থ অনুরোধ—

কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
''আমারে দেখাও আমি কেবল একলে।।''৩৫৬।।
সর্বলোক ধরে বাচস্পতির চরণে।
''একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে।।৩৫৭।।
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া।।৩৫৮।।
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন।।''৩৫৯।।
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহার চিত্তেতে আর প্রত্যয় না হয়।।৩৬০।।
কথোক্ষণে সর্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া।।৩৬১।।
''ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসি-মণি।
আমা'-সবা' ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যা বাণী।।৩৬২।।

বাচস্পতির প্রতি অনুযোগমুখে লোকসঙ্ঘের সুজনের ধর্ম কথন—

আমরা তরিলে বা উহার কোন্ দুঃখ।
আপনেই তরি' মাত্র এই কোন্ সুখ।।''৩৬৩।।
কেহ বলে,—''সু-জনের এই ধর্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয়।।৩৬৪।।
'আপনার ভাল হউ' যে তে জন দেখে।
সুজন আপনা' ছাড়িয়াও পর রাখে''।।৩৬৫।।
কেহ বলে,—''ব্যাভারেও মিষ্টদ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি'।।৩৬৬।।
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান।।''৩৬৭।।
কেহ বলে,–''বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয়।।''৩৬৮।।

প্রভুর বিরহদুঃখের উপর আবার লোকের অনুযোগ-বাক্যে বাচস্পতি ব্যথিত—

একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব লোকেও দুর্জয়-বাণী কহে।।৩৬৯।।
দুই মতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার।।৩৭০।।

জনৈক ব্রাহ্মণের বাচস্পতির নিকট প্রভুর কুলিয়া বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন—

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিলা বচন।।৩৭১।।

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রভু গোপনে কিয়দ্দূরে অবস্থিত বর্তমান কুলিয়া নগরে নবদ্বীপের অপর পারে চলিয়া গেলেন; কিন্তু লোকেরা মহাপ্রভুর দর্শনার্থী হইয়া বাচস্পতির গৃহে প্রভুকে না পাইয়া ও বাচস্পতির কথা বিশ্বাস না করিয়া বাচস্পতিকে সঙ্কীর্ণহৃদয় বলিয়া মনে করিল।।৩৬২।।

তথ্য। (ভাঃ ৩।৪।২৫)।।৩৬৯।।

দুর্জয় বাণী----দুঃসহ কথা।।৩৬৯।।

যে জুয়ায়----যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।।৩৭২।।

"চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর।।"৩৭২।।

বাচস্পতির আনন্দ ও ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন—

শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে।।৩৭৩।।

সকলের নিকট এই গুপ্ত সংবাদ প্রচার ও সকলকে কুলিয়ায় গমনার্থ উপদেশ—

ততক্ষণে আইলেন সর্বলোক যথা।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য-কথা।।৩৭৪।।
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষ আমা 'আমি থুইয়াছি লুকাইয়া'।।৩৭৫।।
এবে শুনিলাঙ প্রভু কুলিয়া নগরে।
আছেন, আসিয়া কহিলেন দ্বিজ-বরে।।৩৭৬।।
সবে চল, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ।।"৩৭৭।।

বাচস্পতির সহিত লোকসঙ্ঘের প্রভু দর্শনার্থে কুলিয়ায় যাত্রা—

সর্বলোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে।।৩৭৮।।
"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি।"
সেই ক্ষণে সর্বদিকে হৈল মহাধ্বনি।।৩৭৯।।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে সবে মাত্র গঙ্গা-ব্যবধান—

সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্বলোকে মহানন্দে ধায়।।৩৮০।।

বাচস্পতির গ্রাম অপেক্ষা কুলিয়ায় অধিকতর লোকসঙ্ঘ—

বাচস্পতি-গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল।।৩৮১।।

কুলিয়ায় মহাপ্রভুর দর্শনার্থ লোকসঙ্ঘের বর্ণন কেবল অনন্তদেবই করিতে সমর্থ—

কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন।।৩৮২।।

উৎকণ্ঠ লোকসঙ্ঘের বর্ণন—

লক্ষ লক্ষ লোক বা আইলা কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে।।৩৮৩।।
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে জনেক না মরে।।৩৮৪।।
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল।।৩৮৫।।
যে প্রভুর নাম-গুণ সকৃৎ যে গায়।
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎস-পদ-প্রায়।।৩৮৬।।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তাঁ'রা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে।।৩৮৭।।
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম-কুতূহলে।।৩৮৮।।
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা' আপনি।
কোলা-কুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি।।৩৮৯।।
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন।
কত হাট-বাজার বসায় কত জন।।৩৯০।।

প্রাচীন নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা ব্যবধান ছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে কুলিয়ায় যাইতে হইলে একবার গঙ্গা পার হইতে হয়; পুনরায় কুলিয়া হইতে বাচস্পতির গৃহে যাইতে হইলে পুনরায় গঙ্গা পার হইতে হয়। তজ্জন্য শ্রীমায়াপুর হইতে বিদ্যানগর যাইতে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইবার একটী পথ ছিল। দুইবার গঙ্গা পার হইবার পরিবর্তে অন্য রাস্তায় বিশারদের জাঙ্গালের ধার দিয়া বাচস্পতির গৃহে পৌছিতে হইত।।৩৮০।।

তথ্য। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম ৭০৯ শ্লোক।।৩৮০।।

বৎসর-পদ----গো-বৎসের পদকৃত ক্ষুদ্র খাত।।৩৮৬।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৮।৩৬); (ভাঃ ৪।২২।৪০); (ভাঃ ১০।২।৩০); (ভাঃ ১০।১৪।৫৮)।।৩৮৬।।

অব্ধি----সমুদ্র, সাগর।।৩৮৬।।

চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে।।৩৯১।।
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল, স্থল নাহি অবসর।।৩৯২।।

প্রভুর গুপ্তভাবে অবস্থান—

অনন্ত অর্বুদ লোক করে হরি-ধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসি-মণি।।৩৯৩।।
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি।।৩৯৪।।
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকি' আনাইলা প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।।৩৯৫।।

বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত প্রভুর গোপনে সাক্ষাৎ ও প্রণতির সহিত বাচস্পতির চৈতন্যাবতার বর্ণনসূচক শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ—

দেখি' মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ।।৩৯৬।।
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া।।৩৯৭।।
"সংসার-উদ্ধার-লাগি' যে চৈতন্যরূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে।।৩৯৮।।
সে গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়।।৩৯৯।।
সংসার সাগরে মগ্ন জগৎ দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপা-যুক্ত হৈয়া।।৪০০।।
হেন যে অতুল কৃপাময় গৌর-ধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।।৪০১।।
এই মতে শ্লোক পড়ি' করে বিপ্র স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি।।৪০২।।
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার।।৪০৩।।
বাচস্পতি দেখি' প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপাদৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর।।৪০৪।।

লোকসঙ্ঘকে একবার দর্শনদানপূর্বক বাচস্পতির প্রতি লোকের বৃথা অনুযোগ মোচনের জন্য বাচস্পতি-কর্তৃক প্রভুকে অনুরোধ—

দাণ্ডাইয়া করজুড়ি বলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি।।৪০৫।।
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম তোমার আপন ইচ্ছাময়।।৪০৬।।
আপন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা' জানে।।৪০৭।।
এতেকে তোমার কর্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন।।৪০৮।।
সবে তোমা' সর্বলোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে 'ক্রূর' যে বলিয়া।।৪০৯।।
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া।।৪১০।।
তুমি প্রভু তিলার্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বলে।"৪১১।।

তথি—তথায়, সেইখানে।।৩৯৫।।

স্বচ্ছন্দ—স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়।।৪০৬।।

তথ্য। অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি (ভাঃ ১০।১৪।২), অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)।।৪০৬।।

তেঞি—সেই কারণে।।৪০৭।।

আন—অন্য, অপর।।৪০৮।।

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী। দর্শকগণ বাচস্পতির গৃহে মহাপ্রভুকে না দেখিয়া তাঁহাকে অসত্যবাদী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। সুতরাং কুলিয়া গিয়া তাহারা মহাপ্রভুকে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহের বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহা হইলেই বাচস্পতিকে সত্যবাদী বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইবে এবং বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে তিনি নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে।।৪১১।।

বাচস্পতির বাক্যে প্রভুর লোকসমূহকে দর্শন দান এবং নাম-রসে প্রমত্ত করণ—

হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁ'র ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে।।৪১২।।
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি', সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা।।৪১৩।।
চতুর্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই' পড়ে।
যা'র যেন মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে।।৪১৪।।
অনন্ত অর্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে।।৪১৫।।
সহস্র সহস্র কীর্তনীয়া-সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়।।৪১৬।।
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-মণি।।৪১৭।।

ব্রহ্ম-শিবাদি-লোকের সুখের অখণ্ডত্ব কৃষ্ণচৈতন্য-কর্তৃক জগতে প্রকাশিত—

ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কণা-লেশে সবেই অশোক।।৪১৮।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসিবেশে।।৪১৯।।

গৌরসুন্দরের এইরূপ ঐশ্বর্য দেখিয়াও যাহারা তাঁহার ভগবত্তা-স্বীকারে বিমুখ, তাহাদের সকলই বৃথা—

হেন সর্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ।।৪২০।।
তা'র জন্ম-কর্ম-বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য-আচার।
সব মিথ্যা, সেই পাপী শোচ্য সবাকার।।৪২১।।
ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্য-চরণে।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে।।৪২২।।

চৈতন্যচরণভজনে বিশ্ববাসীকে আহ্বান—

যাহার স্মরণে সর্বতাপ বিমোচন।
ভজ ভজ হেন-ন্যাসি-মণির চরণ।।৪২৩।।

চতুর্দিকে সংকীর্তন-শ্রবণে প্রভুর মহানন্দ—

এই মত চতুর্দিকে দেখি' সংকীর্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই' ভক্তগণ।।৪২৪।।
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌর-সুন্দর।
যেন চতুর্দিকে বহে জাহ্নবীর জল।।৪২৫।।

প্রভুর সকল সংকীর্তন-সম্প্রদায়ে নৃত্য—

বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার।
সংকীর্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার।।৪২৬।।
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে।।৪২৭।।
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে।।৪২৮।।

অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দ—

বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁ'রে আপনে নাচায়।।৪২৯।।
আপনে কখন নৃত্য করে তাঁ'র সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে।।৪৩০।।

মহাপ্রভুর প্রেমহুঙ্কার ও নৃত্য—

নৃত্য করে মহাপ্রভু করি' সিংহনাদ।
সে নাদ শ্রবণে খণ্ডে' সকল বিষাদ।।৪৩১।।
যাঁর রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব লোকের ভিতর।।৪৩২।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁ'র শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে।।৪৩৩।।

ন্যাসী—সন্ন্যাসী।।৪১৯।।

যে ব্যক্তি গৌরসুন্দরকে "সর্বশক্তিমান্ ভগবান্" বলিয়া না জানে, সে পাপিষ্ঠ এবং মায়া তাহাকে অষ্টপাশে বদ্ধ করিয়া গৌরসুন্দরের ভগবত্তা জানিতে দেয় না। মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া না জানিলে ব্রাহ্মণের জন্ম, কর্ম, বিদ্যা ও আচার সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার শোচ্য, মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ সংজ্ঞা হয়।।৪২০-৪২১।।

উৎকলদেশে উন্নত ব্যক্তিকে "বিহ্বলিয়া" বলে। নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও বিহ্বলগণের অগ্রগণ্য।।৪২৯।।

যে প্রভু দেখিতে সর্ব দেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্বগণের গোচরে।।৪৩৪।।
এই মত সর্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে।।৪৩৫।।
যতেক আইসে লোক দশ দিক্ হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে।।৪৩৬।।
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেম-রসে।
দেখি' সর্বলোক সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে।।৪৩৭।।

কুলিয়ায় পাপিকুলের উদ্ধার—

কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সবে পার হৈল।।৪৩৮।।
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব-কর্ম-বন্ধ-নাশ।।৪৩৯।।
সকলজীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময়-চিত্তবৃত্তি সবার করিয়া।।৪৪০।।
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।।৪৪১।।

বৈষ্ণব-নিন্দুকের অপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায়
বৈষ্ণব-বন্দন ও হরিনাম-কীর্তন—

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি' ধরিলেন প্রভুর চরণ।।৪৪২।।
দ্বিজ বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ' মন।।৪৪৩।।
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা' খাইয়া।।৪৪৪।।
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্তন।'
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ।।৪৪৫।।
এবে প্রভু, সেই পাপকর্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্বমতে।।৪৪৬।।
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ।।"৪৪৭।।
শুনি' প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন।।৪৪৮।।

যে মুখে বিষপান, সেই মুখেই অমৃতসেবন-প্রভাবে
অমরত্ব-লাভ—

"শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ।।৪৪৯।।
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর।।৪৫০।।

অজ্ঞতাক্রমে বৈষ্ণবনিন্দা বিষপান-তুল্য—

না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন।।৪৫১।।

জ্ঞানোদয়ে অমৃতপানতুল্য বৈষ্ণব-বন্দন-ক্রমে
বিষক্রিয়ার বিনাশ—

পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান।।৪৫২।।

শ্রীমায়াপুরের অপর পারে কুলিয়া গ্রামে বহুশ্রেণীর পাপিষ্ঠ বাস করিত। উত্তম, মধ্যম ও নীচভেদে ত্রিবিধ পাপিষ্ঠই প্রভুর কৃপায় অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।।৪৩৮।।

কলিযুগে তর্কহত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের ভগবৎকীর্তনের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বৈষ্ণবতা ও কীর্তন কলিযুগে সম্ভব নহে----এই প্রকার নিন্দা পাপিষ্ঠগণ সর্বদা করিত।।৪৪৫।।

সঙরিতে----স্মরণ করিতে, মনে পড়িলে।।৪৪৬।।

অকৈতব----কপটতাবিহীন, সরল।।৪৪৮।।

তথ্য। যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্। লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।(ভাঃ ২।৪।১৫), নোত্তমশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্। স্যাৎসম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্।। (ভাঃ ১।১৮।৪)। একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ। শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্।।(ভাঃ ৩।৬।৩৬)।।৪৫২।।

যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন।।৪৫৩।।
সবা' হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্র কর তুমি গিয়া।।৪৫৪।।

ভক্তের মহিমার অসমোর্দ্ধ্বত্ব স্থাপনপূর্বক সঙ্গীত, কাব্যাদি রচনা বা কীর্তন-প্রভাবে নিন্দাবিষের সংহার—

কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার।।৪৫৫।।
এই সত্য কহি, তোমা' সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল।।৪৫৬।।

নির্বুদ্ধিতাক্রমে বৈষ্ণবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত—সর্বতোভাবে চিরদিনের জন্য বৈষ্ণবনিন্দা পরিত্যাগপূর্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিরন্তর গুণকীর্তন—

আর যদি নিন্দ্য-কর্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে।।৪৫৭।।
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়।।৪৫৮।।

প্রভুর দ্বিজকে ভক্তমহিমা বর্ণনার্থ আদেশ, তৎফলেই তাহার অপরাধ খণ্ডন সম্ভব—

চল দ্বিজ, কর' গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন।।"৪৫৯।।

বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি।।৪৬০।।

শ্রীগৌরসুন্দরকর্তৃক নিন্দাপরাধের ব্যবস্থা—

নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার।।৪৬১।।

উক্ত আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর দুঃখের অবধি নাই—

এই আজ্ঞা যে না মানে', নিন্দে' সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ।।৪৬২।।

বেদসার শ্রীচৈতন্যাজ্ঞাপালনে সুখে ভবসিন্ধু-উত্তরণ—

চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার।।৪৬৩।।

পণ্ডিত দেবানন্দ—

বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ।।৪৬৪।।
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ।।৪৬৫।।
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে।।৪৬৬।।
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনঃ তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ।।৪৬৭।।
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা।।৪৬৮।।

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের গুণ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়-পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁ'র স্মরণেই মাত্র।।৪৬৯।।

অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব-নিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকারপূর্বক বৈষ্ণব-বন্দনা করিলে তবে তাহার মঙ্গললাভ ঘটে। যেরূপ বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জর জর হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয়, তদ্রূপ। বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তুতির দ্বারাই দূরীভূত হয়।।৪৫৩।।

তথ্য। তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্। (ভাঃ ১।১৬।৬)। মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে।। (ভাঃ ৬।১৭।৪০)।।৪৫৪।।

যে সকল পাপী শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ পালন করে এবং তাঁহাকেই ধ্রুবসত্য জানিয়া বৈষ্ণবচরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করাইয়াই লয়, সেই সকল ব্যক্তিই ভবসিন্ধু পার হইয়া শ্রীচৈতন্যের বাক্যে আস্থা স্থাপন এবং নিজমঙ্গল লাভ করে।।৪৬৩।।

নিরবধি কৃষ্ণ-প্রেম-বিরহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল।।৪৭০।।

বক্রেশ্বরের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ—

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য-আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার।।৪৭১।।
চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকলে অসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে।।৪৭২।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার।।৪৭৩।।

দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অবস্থান—

দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেম-রসে।।৪৭৪।।

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবাপ্রভাবে দেবানন্দের শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে বিশ্বাস—

দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর।।৪৭৫।।
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতবে প্রেম-ভাবে করেন সেবনে।।৪৭৬।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ।।৪৭৭।।
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি' রাখেন কোলেতে।।৪৭৮।।
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব অঙ্গে করেন লেপনে।।৪৭৯।।
তাঁর সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস।।৪৮০।।
বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে।।৪৮১।।
আজন্ম ধার্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন।।৪৮২।।

আজন্ম ধার্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাগবত অধ্যাপকেরও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব—

শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়।।৪৮৩।।

ভক্তভাগবত বক্রেশ্বরের কৃপায় পণ্ডিতের কুবুদ্ধি বিনাশ—

তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কু-বুদ্ধি-বিনাশ।।৪৮৪।।

কৃষ্ণসেবা হইতেও বৈষ্ণবের সেবা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত—

'কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।'
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়।।৪৮৫।।

বুলেন----ভ্রমণ করেন।।৪৭৭।।

বৈষ্ণবসেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। এই দেবানন্দ পণ্ডিত স্মার্তধর্মে প্রবিষ্ট হইলেও মহা-জ্ঞানী ও সংযত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল না। 'তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশীভূত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সেই দুর্বুদ্ধি দূর হইয়া তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু হইলেন।।৪৮১।।

কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ---শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন।।৪৮৫।।

তথ্য। (ভাঃ ১১।২।৫); (ভাঃ ১১।১১।৪৭-৪৮) ও (ভাঃ ১১।১৯।২১) শ্লোক দ্রষ্টব্য। আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্। পদ্মপুরাণ। সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ সর্গে মর্ত্যে রসাতলে। দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্।।৪৮৫।।

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োস্তু তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্ ।।"৪৮৬।।

বৈষ্ণবসেবাই কৃষ্ণলাভের একমাত্র পরম উপায়—

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়।।৪৮৭।।

বক্রেশ্বরের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের গৌরদর্শনে অনুরাগ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে।।৪৮৮।।

দেবানন্দের মহাপ্রভুর সমীপে গমন—

বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান।।৪৮৯।।
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া।।৪৯০।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক কুলিয়ায় দেবানন্দের যাবতীয় অপরাধ খণ্ডন—

প্রভুও তাহানে দেখি' সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা।।৪৯১।।
পূর্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ।।৪৯২।।

দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন—

প্রভু বলে,—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর।।৪৯৩।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহারে করে ভক্তি।।৪৯৪।।
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর।।৪৯৫।।
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।"৪৯৬।।

মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে দেবানন্দের করযোড়ে স্তব ও দৈন্যোক্তি—

শুনি' বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন।।৪৯৭।।
"জগৎ উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ-মাঝে আসি' হইলা উদয়।।৪৯৮।।
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা' না জানিলুঁ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ।।৪৯৯।।
সর্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ'।।৫০০।।
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু, বলহ আপনে।।৫০১।।

ভাগবত সর্বজ্ঞের গ্রন্থ, অসর্বজ্ঞের ভাগবত অধ্যাপনার অযোগ্যতা—

মুঞি অ-সর্বজ্ঞ—সর্বজ্ঞের গ্রন্থ্ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া।।৫০২।।

তথ্য। ইতিহাস-সমুচ্চয় গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৫১, ৮২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।।৪৮৬।।

অন্বয়। অচ্যুতসেবিনাং (ভগবৎসেবাপরায়ণানাং) সিদ্ধিঃ (যথোচিতফল প্রাপ্তিঃ) ভবতি ন বা ইতি এবংরূপঃ) সংশয়ঃ (সন্দেহো বর্ততে যদ্যপীতিশেষঃ) তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাং (তস্য ভক্তানাং পরিচর্যায়াং সেবায়াং রতঃ আসক্ত আত্মা যেষাং তেষাং) তু নিঃসংশয়ঃ (সিদ্ধিবিষয়ে সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ)।।৪৮৬।।

অনুবাদ। ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।৪৮৬।।

এতেকে----এই নিমিত্তে, এই হেতু।।৪৮৭।।

কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফললাভ করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা যিনিই করুন না কেন, তাঁহার চরণে ভক্তি থাকিলে সেই ভক্তের ভক্ত নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমা-লাভে অধিকারী হইবেন। বক্রেশ্বরের দেহে কৃষ্ণ অবস্থান করায় বক্রেশ্বরের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেরও সোল্লাসে নৃত্য হইতে থাকে। বক্রেশ্বর যেখানে থাকেন, তাহাই সর্বতীর্থাধিক ও বৈকুণ্ঠ।।৪৮৭।।

দেবানন্দের মহাপ্রভুর নিকট হইতে ভাগবত অধ্যাপনার উপদেশ-গ্রহণ—

কিবা বাখানিমু, পড়াইমু বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু, করহ আপনে।।৫০৩।।
শুনি' তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ।।৫০৪।।

মহাপ্রভুর উত্তর—শুদ্ধা ভক্তিই ভাগবতের সার্বদেশিক সিদ্ধান্ত—

"শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা।।৫০৫।।
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়।।৫০৬।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যা'র থাকে পূর্ণ শক্তি।।৫০৭।।

ভগবান্ মোক্ষপ্রদানপূর্বক জীবকে বঞ্চনা করিয়া ভক্তিকে গুপ্ত রাখেন—

মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে।।৫০৮।।

একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রেই ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব স্থাপিত হওয়ায় ভাগবতের ন্যায় শাস্ত্র আর নাই—

ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে।।৫০৯।।

ভাগবত অপৌরুষেয়, ভগবদবতার প্রকটাপ্রকট লীলাময় মাত্র—

যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার।।৫১০।।
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয়।।৫১১।।

কৃষ্ণকৃপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায় ভাগবতের অবতরণ—

ভক্তি-যোগ ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।।৫১২।।

পরমেশ্বরের তত্ত্বের ন্যায় ভাগবত-তত্ত্ব অচিন্ত্য—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।।৫১৩।।

দাম্ভিকের নিকট ভাগবত আত্মপ্রকাশ করেন না, শরণাগতই ভাগবতের অর্থ দর্শনে সমর্থ—

'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ।।৫১৪।।
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন।।৫১৫।।

ভাগবত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ।।৫১৬।।

সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, আমি সর্বজ্ঞের গ্রন্থ লইয়া ভাগবত পড়াইবার অভিমান করি বটে, কিন্তু আমি অজ্ঞ বা অসর্বজ্ঞ; সুতরাং কি প্রকারে ভাগবত পাঠ করিব, তাহা আপনি বলিয়া দিউন।।৫০২।।

তথ্য। ভা ২।৭।৫১-৫২।।৫০৫।।

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১১।।৫০৬।।

তথ্য। ভাঃ ২।৯।৪-১৮ ও ৩।২৫।৩৮। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।। (১।২২।২০) ঋক্। ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি।।৫০৭।। বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি; সেই ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ও ক্ষয়ধর্মরহিত, তাহার ক্ষয় নাই;—মহাপ্রলয়েও বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয় না। ভগবান্ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্যফল দিয়া জীবকে 'ভক্তি' বুঝিতে দেন না। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কাহারও ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।।৫০৮।।

তথ্য। ভাঃ ৫।৬।১৮।৫০৮।।

সমগ্র বেদশাস্ত্র ও পুরাণকীর্তনের পরও ব্যাসের চিত্ত অশান্ত—
ভাগবত-কীর্তনেই ব্যাসের চিত্ত শান্তি লাভ করে—

বেদ-শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ।।৫১৭।।
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল।।৫১৮।।

এরূপ অসমোর্দ্ধ্ব গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি
সঙ্কটে পতিত—

হেন গ্রন্থ পড়ি' কেহ সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল।।৫১৯।।

মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ভাগবতে
ভক্তিযোগ-মাত্র ব্যাখ্যা করিতে উপদেশ—

''আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তি-যোগ মাত্র বাখানিও সর্বমতে।।৫২০।।
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইবা প্রসাদ।।৫২১।।

সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণভক্তের কথা কীর্তন করেন, ভাগবতে
তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট—

সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণ-ভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রসময়।।৫২২।।

পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা—

চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া।।''৫২৩।।

দেবানন্দের দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্বস্থানে গমন—

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি'।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি।।৫২৪।।
প্রভুর চরণ কায়মনে করি' ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি' বিস্তর প্রণাম।।৫২৫।।

তেঞি----সেই কারণে।।৫০৯।।

যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিতত্ত্ব বর্ণন করেন, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সমান অন্য কোন শাস্ত্রই জগতে নাই।।৫০৯।।

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১৪-১৫ ও ১।৭।৭ দ্রষ্টব্য।।৫০৯।।

তথ্য। ভাঃ ১১।১৪।৩ ও ১।৩।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি।। বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০।।৫১০-৫১১।।

শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যকাল অবস্থিত গ্রন্থ; কালে কালে লুপ্ত হইলেও শ্রীব্যাসের জিহ্বায় ও লেখনীতে ভগবৎ-কৃপাবলে তিনি অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর যমদণ্ড্য মর্ত্য নরবিচারের বোধগম্য নহেন।।৫১২।।

তথ্য। ভাঃ ১।৭।২-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫১২।।

তথ্য। ভাঃ ৬।৩।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫১৩।।

ভাগবতে যাঁহার প্রবেশাধিকার আছে, তিনিই জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই সকল প্রমাণ-শিরোমণি; এমন কি, মূর্খ জনও শ্রীমদ্ভাগবতের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার চিত্তে ভাগবতের স্ফূর্তি হয়।।৫১৪।।

প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপে অভিহিত।।৫১৬।।

প্রকাশ----প্রফুল্ল অবস্থা।।৫১৭।।

''ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষঃ পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া-সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা। (ভাঃ ১।৭।৪-৭) শ্রীমদ্ভাগবত মায়াবাদী বা কর্মীর সেব্যগ্রন্থ নহেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত সেই গ্রন্থে অন্য কোন ব্যাপার নাই। ইহা বুঝিলেই চিত্তে পরা শান্তিলাভ ঘটে।।৫১৮।।

তথ্য। ভাঃ ১।৭।১১; ২।৪।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।। ৫১৭-৫১৮।।

প্রভুর সকলকেই ভাগবত-সম্বন্ধে এরূপ বিচার-কথন—

সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।।৫২৬।।

ভক্তিযোগই ভাগবতের একমাত্র সিদ্ধান্ত—

ভক্তি-যোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন।।৫২৭।।

শুদ্ধভক্তি স্বীকার না করিয়া ভাগবতের অধ্যাপনা বৃথা বাক্যব্যয় ও অপরাধ—

না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায়।।৫২৮।।

ভাগবত ভক্তিরসবিগ্রহ—

মূর্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র।।৫২৯।।

গৃহস্থের ঘরে ভাগবতের অবস্থানে সর্ব অমঙ্গল বিনাশ—

ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে।।৫৩০।।

ভাগবতের পূজায় কৃষ্ণপূজা—

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়।।৫৩১।।

ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত—

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র।।৫৩২।।

নিত্য ভাগবত-শ্রবণ, পঠন ও পূজার ফলে ভক্ত-ভাগবতত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী—

নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত।।৫৩৩।।

দুষ্কৃতিগণ ভাগবত-পাঠের অভিনয় করিয়া জগদ্গুরু নিত্যানন্দের নিন্দক—

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া।।৫৩৪।।

ভাগ্যবান্ সমীপে নিত্যানন্দ মূর্ত ভাগবতরস—

ভাগবতরস—নিত্যানন্দ-মূর্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত।।৫৩৫।।

প্রসাদ—প্রসন্নতা, আনন্দ।।৫২১।।

তথ্য। বেদে নারায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে। হরিবংশ, ভবিষ্যৎপর্ব ১৩২।৯৫; ভাঃ ১।১।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫২২।।

অভক্ত লোক ভাগবত পড়িলে তাহার বৃথা বাক্য ব্যয়িত হয়। অধিকন্তু অপরাধ আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দেয়। ভক্তির অনাদরক্রমেই এইরূপ অমঙ্গল লাভ ঘটে।।৫২৮।।

তথ্য। ভাঃ ১২।১২।৫১ ও ভাঃ ১২।১২।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫২৮।।

যাঁহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য ভাগবতকে গৃহে রাখেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতকে পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা হয়। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠন করিলেই ভক্তি-লাভ ঘটে ও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপূজা বিহিত হয়।।৫৩০।।

তথ্য। যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদঃ।। তত্র সর্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ। যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম।। তত্র সর্বাণি তীর্থানি সর্বে যজ্ঞাসুদক্ষিণাঃ। যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে।। স্কান্ধে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে।।৫৩০-৩১।।

ভাগবত দ্বিবিধ; (১) এক প্রকার—গ্রন্থ-ভাগবত; অপর প্রকার—ভক্ত-ভাগবত। যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভাগবত পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভক্ত-ভাগবত।।৫৩২।।

তথ্য। এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র। আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র। চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৯।।৫৩২।।

ভাগবত-পাঠক ভাগ্যদোষে যদি শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা করে, তবে তাহার দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, ভাগবত পাঠ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দই সর্বক্ষণ ভাগবতের অর্থ সহস্র জিহ্বায় ও বদনে গান করেন।।৫৩৪।।

নিত্যানন্দ অনন্তরূপে অনন্তমুখে অনন্তকাল অবিরাম ভাগবত-কীর্তনকারী হইয়াও ভাগবতের অন্ত পান না—

নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে।।৫৩৬।।
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি।।৫৩৭।।

সান্ত ধারণায় অনন্তাতীত বস্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য—

হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার।।৫৩৮।।

দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর সকলকে ভাগবতের তাৎপর্য শিক্ষাদান—

দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে।।৫৩৯।।
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার করেন সু-রীতে।।৫৪০।।

কুলিয়া গ্রামে সকলকেই কৃতার্থ করিলেন—

কুলিয়া গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি, যারে প্রভু না করিলা ধন্য।।৫৪১।।

প্রভুর দর্শনে সকলের সন্তোষ ও অতৃপ্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষা—

সর্ব লোক সুখী হৈল প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া।।৫৪২।।
মনোরথ পূর্ণ করি' দেখে সর্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ-শোক।।৫৪৩।।

নির্মৎসর হইয়া শ্রীচৈতন্যবিলাস শ্রবণের ফল—

এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে।।৫৪৪।।
যথা তথা জন্মুক—সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয়।।৫৪৫।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।৫৪৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনীলাচলে আত্মপ্রকাশাদিপূর্বকং পুনর্গৌড়দেশে বিবিধ লীলাবিলাস বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া-গ্রামের সকল অধিবাসীর অপরাধ দূর করিয়া সকলকে ধন্য করিলেন। এজন্য শ্রীমায়াপুরের অপর পারে বর্তমান নবদ্বীপসহর অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া অপরাধিগণের নিত্যমঙ্গলের আকর স্থান। কিন্তু যাহারা প্রাচীন মায়াপুরের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য আচরণ করিয়া শুদ্ধভক্তগণের চরণে অপরাধ করতঃ কুলিয়া সহরে বাস করিতে থাকে, তাহাদের কোনদিনই মঙ্গল লাভ হয় না।।৫৪১।।

যে কোন বর্ণে বা স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কৃষ্ণের প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক কেহ তাঁহার কীর্তি বা যশ গান করেন, তবে তাঁহার কোনদিনই অমঙ্গল ঘটে না।।৫৪৫।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।